দুঃসহ এই জীবন

এই প্রখর বৈশাখের খরতাপ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই, নেই আকাশের কোন কোনায় একটুকরো মেঘের ছায়া যা ক্লান্ত পথচারীকে সামান্য একটু আশ্রয় দিবে। কোথাও এককোটা বৃষ্টি ঝরেনা যা মনকে একটু আর্দ্র বা শরীরকে একটু সিক্ত করবে। রাস্তায় অসহ্য যানজট, গাড়ী নড়ার কোন লক্ষণ থাকে না, বসে আছি জটের মধ্যেতো বসেই আছি, কর্মব্যস্ত সারাদিনের পরে থাকে বাড়ী ফেরার তাড়া। পনর মিনিটের পথ অতিক্রম করতে লাগে চল্লিশ মিনিট। রাস্তার যানজট পেরিয়ে বাড়ী ঢুকলে মুখোমুখি হতে হয় নিদারুন লোডশেডিং এর, গোসল হাতমুখ ধোয়া কিছুই যায় না করা কারণ পানি নেই। এই হলো ব্যস্ততম রাজধানীর চলমান মধ্যবিত্ত জীবন যার গ্রীষ্মকালের এইরু প, বর্ষাকালে থাকবে অন্য সমস্যা আর শীতকাল হয়তো সেই তুলনায় কিছুটা আরাম। প্রতিপদে এই প্রতিকুলতা, মন বিদ্রোহ করে বলে কতোকাল আর এই দুঃসহ জীবন?

এই চলমান সমস্যা সংকুল জীবনে মন যখন অভ্যস্ত, আত্মা যখন কোন প্রশ্ন করা ভুলেই গেছে তখন এই নিরান্দময় জীবনে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেলো। একদিন বিকেলে বাড়ী ফেরার পথে রোজকার মতো যখন জট পাকিয়ে বসে আছি, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কয়েকজন পুলিশ সার্জেন্ট বেশ ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন আর পুরো রাস্তার গাড়ী সরিয়ে রাস্তা খালি করছেন। আহা রোজ যদি এমন হতো! রাস্তার দুপাশে আমরা আটকে আছি আর সার্জেন্টরা মাইকে ঘোষনা করছেন কেউ যেনো রাস্তায় না নামেন, রাস্তা না পারাপার করেন। আমাদের মোটমুটি জাতীয় অভ্যাস যা না করা হয় তাই আমরা করতে ভালোবাসি। না শোনা মাত্র বাস থেকে অতি উৎসাহী কয়েকজন দ্রুত নেমে রাস্তায় চলে গেলেন মজা দেখার জন্য। আর কিছু আজাইরা (কারো যদি আজাইরা বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে আমি দুঃখিত কিন্তু কিছু শব্দ আছে ঢাকার বাংলায় যা পরিবর্তন করলে কথা বলার আনন্দই মাটি) পাবলিকতো সবসময় থাকেন সব জায়গায় যারা লক্ষণ বিচার করে সঠিক জায়গায় ভীড় করেন। পাচ মিনিটের রাস্তায় প্রায় চল্লিশ মিনিট গরমে সিদ্ধ হওয়ার পর আমাদের সাধারণ জনগণের দুই চোখ সাথে জীবনকে সার্থক করিয়ে দিয়ে সামনে কয়েক গাড়ী পুলিশ মাঝে ধপধপে সাদা মার্সিডিজ আর পিছনে কয়েক গাড়ী বিভিন্ন টেলিভেশনের ক্রুসহ মিলিটারী জীপ নিয়ে তিনি চলে গেলেন। শুধু গাড়ী দেখেই আমরা বিমোহিত, টিনটেড গ্লাসের মার্সিডিজের ভিতর কে ছিলেন তা অবশ্য কেউই দেখেনি কিন্তু সবাই বলছিল "তিনি"ই নাকি ছিলেন।

যদিও রোজ যানজটের কারণে মেজাজ খারাপ নিয়েই বাড়ী ফিরি কিন্তু সেদিন আরো এক ঘন্টা দেরী করে বাড়ী ফিরেও শুধু উনার সাক্ষাত পাওয়ার কারণেই মেজাজটা বেশ ফুরফুরে ছিল। কিন্তু লোডশেডিং আরম্ভ হতেই আবার মেজাজ তিরিক্ষী হলো। বিদুৎ বিল ঠিক সময় পরিশোধ করি কিন্তু ঠিকমতো বিদুৎ পাই না, পানির বিলেরও একই হিসাব। টেলিফোনের কথাতো নাই বলি, কার বিল পরিশোধ করে যাই কে জানে। কিন্তু তবুও সব করে যেতে হয় মধ্যবিত্তের মর্যাদা রক্ষার তাড়নায়, পকেটে যে পয়সা নেই সেটা যেনো আত্মীয় পরিজন মায় প্রতিবেশী পর্যন্ত টের না পায়, সবাই যেনো জানে ভালো আছি ঠিক তাদেরই মতো। ভিতরের ক্ষত দেখানো যাবে না, ছিঃ কি ভাববে সবাই। কিন্তু যাদের মাস মাস সমস্ত বিল বাকী পড়ে থাকে, পত্রিকায় তা নিয়ে প্রতিবেদন হয়, অনেক দামী দামী গাড়ি চড়া নিয়েও ব্যবসা হয়, সবতো সরকারী কোষাগার থেকে যায়ই তার সাথে রোজকার বাজারটাও পর্যন্ত সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে পদাধিকার বলে মুফতে আদায় করেন তারা কিভাবে সব আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের ম্যানেজ করেন বড় জানতে ইচ্ছে করে। অতো উপরতালার খবরতো জানার কোন জো নেই। কিন্তু ভাবতে ভয় করে তারা বেয়াই বাড়ী কুটুম বাড়ী এরপরও কি করে এ মুখ নিয়ে যাবেন।

অনেক কিছু না পেয়ে মনে মনে অনেক কথাই কল্পনা করি। আহা এমন যদি হতো - - - - - - - - রাস্তায় কোন যানজট নেই, কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে তরতর করে গাড়ী চলে যাচ্ছে তাও আবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী, বাইরে যতই রোদ আর কুয়াশা থাকুক আমি আছি আমার মনের মতো আরামদায়ক আবহাওয়ায়। কোনদিন লোডশেডিং হবে না, এতো কষ্ট করে কেনা মাছ-মাংস ফ্রিজে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে না বিদ্যুতের অভাবে। পানির অভাবে রোজদিনের ঘরকন্নার হাজারো কাজের রেশনিং করতে হবে না। যা ইচ্ছে কিনে ছেলেমেয়েকে খাওয়াতে পারছি, দ্রব্যমুল্য নিয়ে প্রতি মুহুর্তে নাকাল হচ্ছি না। যখন ইচ্ছে সন্তানের হাত ধরে বেড়াতে বেরোচ্ছি ছিন্তাইকারী বা সন্ত্রাসীদের ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বাচছি না। এমন হলে কেমন হতো? একদিন মনের এই অজস্র রংতুলির কল্পনার কথা এক বন্ধুকে বলেই ফেললাম। আমার অজ্ঞতা দেখে বন্ধুতো হেসেই বাচে না, অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল আমার কল্পনার জীবন বাস্তবে পাওয়া খুবই সোজা তবে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে এবং অনেকেই বাংলাদেশে বুদ্ধির জোরে এখন এই জীবনই যাপন করছে তবে আমার মতো স্বপ্নে নয় বাস্তবে। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে বললাম এমন জীবন বাংলাদেশে আছে? কোথায়? কোন জায়গায়? কি করে তা সম্ভব?

আমার অজ্ঞতা দেখে এবার বন্ধুর বোধহয় সামান্য দয়া হোল, বলল, আছে সামান্য কিছু জায়গায় এখনও স্বপ্নের বাংলাদেশ আছে। ঢাকার ক্যন্টনম্যান্ট, মিন্টুরোড, বারিধারায় এখন সব্বার কাঙ্খিত বাংলাদেশ বিরাজ করে। যে জায়গায় রাজ রাজারা থাকেন সেখানে সর্ব আরামের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা আছে। হাজারো প্রজার রক্তে একজন রাজা তৈরী হোন, তাদেরকে কি কেউ কষ্ট দিতে পারে? আমরা মরি কি আসে যায় ??? সাথে আরো আরামের ব্যবস্থা থাকে কুটনৈতিক পাড়ায় যাতে দেশের ভাবমুর্তি ঠিক থাকে। তাদেরকে কষ্ট দিলেতো ভাবমুর্তিকে কষ্ট দেয়া হলো। যা হয় আমাদের হোক, ভাবমুর্তি কষ্ট পায় ঘরের মধ্যে পাক কিন্তু বাইরে কেনো যাবে সে কথা? ঘরের লোকের যা হয় হোক তাই বলে মেহমানদের কষ্ট দেয়া? তবে এ দিকটা আমি সমর্থন করি, এসব লজ্জার কথা বাইরের লোকের জানারই কি দরকার? বাইরের লোক জানবে শুধু সাফল্যের কথা, কতো সফল আমরা সর্ব ব্যাপারে। রাজ রাজারা যাবেন বলে একঘন্টা আগে থেকে মানুষ সরিয়ে দিয়ে রাস্তা সাফ করা হয়, তারা টিনটেড গ্লাসের ভিতর দিয়ে কখনও যদি বাইরে দেখতেন তাহলে জানতে পেতেন জীবনের কতো কঠোরতা আমদেরকে এভাবে রৌদ্রতাপে পুড়িয়ে যাচ্ছে অহর্নিশি। একই বাংলাদেশে কতো বিভেদ এই রাজা আর প্রজা শ্রেনীতে। রাজাশ্রেনী কখনও জানতে পারেন না ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকলে কি দুর্বিসহ লাগে। পানির অভাবে কতো কষ্ট করে সাধারণ লোক যা তাদের রাজপথে নামতে বাধ্য করে। অসুখে বিসুখে যাদের বাইরে উড়ার সুযোগ নেই, কিংবা প্রাইভেট ক্লিনিকের ব্যয়বহন দুঃসাধ্য তারা কত দুশ্চিন্তা নিয়ে জীবন কাটান।

যেখানে এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত আইন শৃংখলা বাহিনী নেই সেখানে এই শক্তির কি অবর্ণনীয় অপব্যবহার। আজকাল মোটামুটি যেখানে সবাই হেলিকপ্টারে করে চলাফেরা করছেন সেখানে কেনো প্রধানমন্ত্রী তার মার্সিডিজ হাকিয়ে এই ওষ্ঠাগত গরমে সবাইকে কষ্ট দিচ্ছেন? অপরিকল্পিত ঢাকা নগরী যখন জনসংখ্যার বিস্ফোরন আর যানবাহনের ভারে ন্যুজ তখন তিনি কেনো আর রাস্তায় যানজটের কারণ হোন তার দলবল সহ রোজদিন? হেলিকপ্টার দিয়ে চলাফেরা করলেতো সাধারণ জনগন প্রাণে বাচে সাথে উন্নয়নের জোয়ারও প্রাণ পায়, আইন শৃংখলা বাহিনী অন্যকাজ করতে পারেন তাতে জনগনের করের টাকার সুফল কিছু এই অভাগা জনগনও পেতো আর সময়, শ্রম আর খরচও প্রচুর বাচতো। হেলিকপ্টারে স্থান সংকুলান না হলে প্লেন নিয়ে নেন, সবতো আপনাদেরই কে বাধ সাধছে? আপনারা প্লেন এ চড়েন সেই আনন্দ নিয়েই আমরা বাচবো। এ দেশ আপনার / আপনাদের, এ দেশের পনরকোটি জনগন আপনাদের, এ দেশের ভুমি, জল-হাওয়া, আকাশ সবইতো আপনাদের। আপনাদের নেয়ার পর যদি কিছু থাকে তখন আমরা সাধারণ জনগণ তা নিয়ে না হয় কাড়াকাড়ি করব।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ছোট ছোট মেঘ কি ইশান কোনে দানা বাধতে শুরু করেনি? আকাশে কি ঘনিয়ে আসছে না কালবৈশাখীর অশনি সংকেত? ছোট ছোট ঝড়ো হাওয়া কি কানসাট আর শনির আখড়া হয়ে বলে যাচ্ছে না কান্ডারী হুশিয়ার, আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার চাই, চাই মানুষ হয়ে বাচার অধিকার। মন চাইছে হোক ঝড় হোক, প্রচন্ড প্রলয়ংকারী ঝড় যা সব পুরাতন অসুন্দরকে মুছে নিয়ে কিছু নতুন সৃষ্টির শুভবার্তা বয়ে আনুক। এখন একটা দুরন্ত কালবৈশাখীর এদেশের খুব দরকার। রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতো অভিমানী ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে,

কিছুটাতো চাই - হোক ভুল, হোক মিথ্যে প্রবোধ,
অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোৎস্নায় পাক সামান্য ঠাই
কিছুটাতো চাই, কিছুটাতো চাই

তানবীরা তালুকদার
০৬।০৫।০৬